খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 18 ❑ 18 July, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

২৫ বছরেই বিধানসভায় জিতে চমক মধুপর্ণার, মতুয়া ভোট ফের তৃণমূলের দিকে

জয় চক্রবর্তী, বনগাঁ ঃ বয়স মাত্র ২৫। এই বয়সেই বিধানসভা ভোটে জিতে তাক লাগালেন মতুয়া ঠাকুর বাড়ির মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। দল এবার তাকে বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছিল। মধুপর্ণার মা মমতা ঠাকুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে মধুপর্ণার অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে মধুপর্ণার নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শান্তনু ঠাকুর ২০ হাজার ৬১৪ ভোটে এগিয়েছিলেন। এই ভোট অতিক্রম করে মধুপর্ণা কি পারবে জিততে? প্রশ্নটা তৃণমূলের অন্দরও ঘোরাঘুরি করছিল। প্রচারের প্রথম দিন থেকেই আত্মবিশ্বাসী মধুপর্ণা হেঁটে সমস্ত বাড়িতে যাওয়া শুরু করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেন, আমি আপনাদের মেয়ে, আমাকে আশীর্বাদ করুন। তার এই উপস্থাপনায় বাগদার মানুষ তার প্রতি সদর্থক মনোভাব পোষণ করেন।

শনিবার হেলেঞ্চা হাই স্কুলে ভোট গণনা শেষে দেখা যায় মধুপর্না ঠাকুর ৩৩ হাজার ৪৫৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন। জয়ের পর মধুপর্ণা বলেন, প্রথম দিন থেকে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এই জয় দিদি মুখ্যমন্ত্রীর কারণে হয়েছে। কারণ বাগদার মানুষ বুঝেছেন, উন্নয়ন করতে হলে দিদির প্রার্থীকে জেতাতে হবে।

বাগদা এলাকটি মতুয়া প্রভাবিত এলাকা। ২০১৬ সাল থেকে এখানে তৃণমূল পরপর পরাজিত হয়ে আসছে। মতুয়ারা তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাহলে কোন জাদু মন্ত্রে আবার মতুয়াদের কাছে টানলো তৃণমূল? তৃণমূল নেতারা মনে করছেন,

তৃতীয় পাতায়...

বাংলাদেশের সাংসদ খুনে অভিযুক্তকে আদালতে তুলল সিআইডি

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশের সাংসদ খুনে ধৃত মোহাম্মদ সাইদ হোসেন নামে বাংলাদেশিকে সোমবার বনগা মহাকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নিল সিআইডি। বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রে জানা গিয়েছে, এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে আসার অভিযোগ রয়েছে। আইনজীবী সমীর দাস বলেন, ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে নিয়ে এসেছিল সিআইডি। অভিযুক্ত বাংলাদেশী সাংসদ খুনের ঘটনায় যুক্ত। সিআইডি আধিকারিকদের অনুমান, ধৃত বনগাঁ সীমান্ত দিয়েই এদেশে এসেছিল। সেই কারণেই তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে এনে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করছে সিআইডি।

আদালতের নির্দেশে আদালত চত্বরে জন্মদিন পালন শিশুর

প্রতিনিধি ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহের মামলা চলছে আদালতে। বছর চারের শিশু কন্যা মায়ের কাছে

থাকে। তাই কন্যা সন্তানের জন্মদিন পালন করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বাবা। সোমবার আদালতের নির্দেশেই আদালত চত্বরে বাবা-মার উপস্থিতিতে জন্মদিন পালিত হল। আইনজীবীরা ঘর বেলুন দিয়ে সাজিয়ে কেক কেটে বেশ কিছু সময় হৈহুল্লোড় চলল আদালত চত্বরে।

আইনজীবীরা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর আগে হাড়োয়ার শম্ভুনাথ পালের সঙ্গে ঠাকুরনগরের শিপ্রার বিয়ে হয়েছিল। শম্ভুনাথ হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিএলই পদে কর্মরত। তাদের একমাত্র আদরের বছর চারেকের মেয়ে সুনয়না।

সাংসারিক কারণে দম্পতি ২০২২ সাল থেকে আলাদা থাকেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে চলছে দাম্পত্য কলহের মামলা। মা শিপ্রা পাল এর কাছে থাকে মেয়ে সুনয়না।

সোমবার মেয়ের জন্মদিন। তাই শম্ভুনাথ বাবু কয়েকদিন আগেই মেয়ের জন্মদিন পালনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল।

আইনজীবী জয়দীপ পালিত বলেন, শম্ভুনাথ কোর্টের কাছে আবেদন জানান মেয়ের জন্মদিন পালনের। আর তাই এদিন বনগাঁ আদালতের বিচারপতি এই বিচ্ছেদের মামলায় শিশু মনের উপর পড়া প্রভাব কাটাতে,

তৃতীয় পাতায়...

বাবা অসুস্থ, ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক

ভিন রাজ্যে হোটেলের কাজে গিয়ে ছেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ফের বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম সুমন সরকার (২৪)। বাড়ি গোপালনগর থানার ন'হাটা

এলাকায়। সোমবার তার মৃত্যু হয়েছে। ফের বাংলার শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে। কিভাবে মৃত্যু হল ধোঁয়াশায় পরিবার। তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। জানা গিয়েছে, সুমনের বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। মা, ভাই ও অসুস্থ বাবার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে করে বছর দুয়েক আগে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেয় গোপালনগর থানার নহাটার বছর ২৪ এর যুবক সুমন। চেন্নাইয়ের এক হোটেলে রান্নার কাজ করত সুমন। সব ঠিকঠাকই চলছিল। প্রতিমাসে টাকাও পাঠাচ্ছিল বাড়িতে। হঠাৎ চারদিন আগে সোমবার পরিবারের লোকেরা ফোনে জানতে পারে বহুতলা হোটেলের ছাদ থেকে পড়ে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। রাতে এই খবর পেতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। সুমনের মা দোলা সরকার বলেন, ছেলের সাথে রোজ নিয়ম করে ফোনে কথা হত। তবে ছেলে কোনদিন জানাইনি, সে কোন সমস্যা আছে। হঠাৎ এই মৃত্যুতে সন্দেহের দানা বাঁধছে পরিবারের মনে। মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবিও জানায় পরিবার। এই বিষয়ে প্রতিবেশী প্রদীপ সরকার রাজ্য সরকারকেই এই নিয়ে দায়ী করে বলেন, রাজ্যে কাজ নেই। যার কারণে রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হয় এই রাজ্যের মানুষদের। আজকে এর কারণে এমন একটি মৃত্যু। শুক্রবার রাতে দেহ নহাটার বাড়িতে ফেরার কথা। সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে প্রতিবেশীর পরিজনেরা।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য
মোনালিসা ফার্ণিচার
Mob. : 9733087626

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১৮ ❐ ১৮ জুলাই, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

বিপর্যয়ের দায় কার

অষ্টাদশ লোকসভা ভোট মিটেছে। নিরঙ্কুশ না হলেও এনডিএ জোট ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার গঠন করেছে। সবশেষে উপনির্বাচনও শেষ হয়েছে। তবুও বঙ্গীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব যেন শেষ হতে চাইছে না। লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির টার্গেট ছিল ৩০। অথচ ফলাফল তার ধারের কাছেও যেতে পারেনি। বরং ২০১৯ এর থেকেও ফল খারাপ হয়ে মাত্র ১২তে ঠেকেছে। বড় বিপর্যয় দিলীপ ঘোষের। এমত পরিস্থিতি বঙ্গ বিজেপিসহ কেন্দ্রীয় কমিটি বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে সদা ব্যস্ত। বাংলার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধিরা এ-ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তো নিজের দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। এমন কী অনেক বিতর্কীত মন্তব্য করে বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে উঠে এসেছে। রাজ্য সভাপতিও নিজের দায় অন্যের কাঁধে চাপাতেই ব্যস্ত। এর মধ্যে পরাজিত সাংসদ দিলীপ ঘোষ তো আত্ম সমালোচনার উপর জোর দিতে ব্যস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের সময়ে রাজ্য সভাপতি পদে ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাই যোগ্য-অযোগ্যর প্রসঙ্গ উঠে আসছে বারবার। নিচুতলার কর্মীদের বক্তব্য অন্য রকম— জন-সংযোগের অভাব! বিরোধী দল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দলের কথায়— গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত বঙ্গের বিজেপি। এসব হল নানা মুনির নানা মত। সাধারণ জনগণ আবার অন্য কথা বলে। তাদের মতে বাংলার জনগন বঞ্চিত। তাই বিজেপি'র এই বিপর্যয়। তার উপর আবার লোকসভায় পূর্ণমন্ত্রীত্বে বঞ্চিত বাংলার সাংসদগণ। সবমিলিয়ে মোদ্দা কথা— ব্রাত্য বাংলা। তাই এমন বিপর্যয়। সাধারণ জনগণের কথায়— কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বাংলার জনগনের প্রতি সদয় হলেই বাংলার জনগনও প্রসন্ন চিত্তে ভোট দেবে বিজেপি-কে। একথা বলার অপেক্ষা থাকে না। এখন দেখার, পরবর্তী লোকসভার আগ পর্যন্ত বাংলার কপালে কী জোটে! অপেক্ষায় রইল সাধারণ মানুষ।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

সমাজমাধ্যমে গুজব এবং গণপিটুনি

এবার পুরো জনতা হতভম্ব! ভিড় আস্তে আস্তে হালকা হতে শুরু করল। পান্থর নজরে পড়ল তাদের পাড়ার নিতান্ত হাগাগোবা গণশা এসে একটা লাথি মেরে চলে যাচ্ছে, পান্থ তার হাত ধরে দাঁড় করাল।

"তুই একে লাথি মারলি কেন?

গণশা বলল, "ও তো চোর। সবাই মারছে, তাই মারতে ইচ্ছে হল। আর আমারও একটা সাইকেল

চুরি হয়েছিল সেটা তো এই ছেলেটা চুরি করে থাকতে পারে।"

ভিড়ের মধ্যে একজন পরিচিত অধ্যাপক খুব হম্বিতম্বি করছিলেন। তিনি আস্তে আস্তে পিছোতে থাকলেন। আরও দু'একজন পরিচিত মানুষকে পান্থ দেখে ফেলল যারা ছেলেটিকে নিগ্রহের সময় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল অথবা হতেও পারে চড় থাপ্পড়ও মেরেছে। সে ছেলেটিকে পাশের একটি চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসাল, চোখে মুখে জল দিয়ে এক কাপ গরম দুধ আর বিস্কুট খাওয়াল। ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল, "দাদা, তুমি না থাকলে ওরা আজ আমাকে মেরেই ফেলত। আমি তো চোর নই। কাউকে বোঝাতেই পারছিলাম না যে ভুল করে ওই সাইকেলটা খুলতে যাচ্ছিলাম। দুটো সাইকেলই একরকম দেখতে। আমার নিজের সাইকেল তো পাশেই রয়েছে। তোমার জন্যই বাঁচলাম। আর সবাই তো দেখতে পেল আমার নিজের সাইকেলটাও একই রকম দেখতে।" পান্থ কোনও উত্তর দিতে পারল না। ছেলেটির নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করে, ফোন নম্বর নিয়ে, তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

পরে পান্থ ভেবে দেখেছে ছেলেটিকে লাথি মারল যে গণশা, পাড়ার সবাই তাকে ক্যাবলা গণশা বলে খেপায় এবং প্রতিদিনই সে মাথা নিচু করে চলে যায় কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। যে অধ্যাপককে সে দেখল, তিনি খুব নীতির কথা বলেন। তিনি একসময় যে রাজনীতি করতেন, বর্তমানে স্বার্থের তাগিদে সেই রাজনৈতিক দল ছেড়ে শাসক ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এজন্য সামনাসামনি না হলেও শহরে অনেকেই আড়ালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে টিপ্পনি কাটে। এগুলো তার কানেও মাঝেমধ্যে যায় নিশ্চয়। ভিড়ের মধ্যে চালের আড়ৎদার জগুদাও ছিল। সে প্রতি রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ঢুকে হল্লা করে আর বৌদি প্রতিদিন তাকে অজস্র গালাগালির সাথে ঝাঁটাপেটা করে, এটা পাড়ার সবাই জানে। এই ঘটনার পর থেকে পান্থর মনে হয়েছে, যে সব মানুষ কোনও না কোনও কারণে অন্যের দ্বারা নিগৃহীত - নিপীড়িত হয় কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পায় না তাদের মধ্যে একটা প্রতিশোধ স্পৃহা সব সময় কাজ করে। তারা তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের উপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার করে নিজেদের অপমানের, লাঞ্ছনার গ্লানি ভোলার চেষ্টা করে। এটা একান্তই পান্থর নিজের অনুমান অথবা পর্যবেক্ষণ বলা যেতে পারে, বাস্তবে কতটা সত্যি সে নিজেও জানে না। ফোন এবং কাগজ বন্ধ করার পর পান্থর একটু ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি বাচ্চার কান্না এবং হইচই শব্দে তার ঝিমুনিভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করল, কামরার অন্য প্রান্তে একটি মহিলার কোলে একটা বাচ্চা কেঁদে চলেছে, মহিলা তাকে থামানোর চেষ্টা করেও পারছে না। মহিলাটিকে দেখে নিম্নবিত্ত বলেই মনে হল। এবার চারপাশ থেকে যাত্রীদের অজস্র প্রশ্ন ধেয়ে আসতে শুরু করল, "বাচ্চাটা কার?", "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?", "বাচ্চার বাবা কোথায়?", ইত্যাদি ইত্যাদি। মহিলা বোধ হয় বাংলাভাষী নয়। সে যে ভাষায় উত্তর দিচ্ছে সেটা কেউই বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে কেউ একজন বলল "মা হলে বাচ্চা এত কাঁদে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কারো বাচ্চা। ছেলেধরা নয়তো?" ব্যাস! এইটুকু বলার অপেক্ষামাত্র যাত্রীরা মহিলার পাশ থেকে একটা ব্যাগ টেনে আনল। ব্যাগের চেন খুলে ফেলা হল। ভেতরে বাচ্চাদের পোশাক ছিল, তাও টেনে বার করা হল। এত লোকজন দেখে বাচ্চাটি ভয়ে আরও চিৎকার করা শুরু করেছে। মহিলাও বেশ ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়। এর মধ্যে আরও দুই একজন "ছেলেধরা নয় তো?" এমন আওয়াজ তুলতেই, "হতে পারে। হতেই পারে। এই তোর নাম কী বল।"

চলবে...

কবি বন্দনা

সঞ্জিত সাহা ঃ বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি বন্দনার আয়োজন করে শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠীর সদস্যরা। গত ১৪ জুলাই অপরাহ্নে সংস্থার মহড়া কক্ষে আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা চিত্তপট এর কর্নধার শুভাশিস রায় চৌধুরী, নাট্য ব্যক্তিত্ব সুরজিৎ, গাইঘাটার আলো নাট্য সংস্থার পরিচালক জয়ন্ত চক্রবর্তী, ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আশিস ঘোষ প্রমুখ। নাট্যমিলন গোষ্ঠীর কর্ণধার দিলীপ ঘোষ সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত সকলে। কবিদ্বয়ের জীবন, বাণী কর্ম আদর্শ ও তাঁদের অমূল্য সৃষ্টির উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কবি বন্দনার অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিদ্বয়কে শ্রদ্ধা জানান। পরিশেষে সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দিলীপ ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত আলৌকিক দর্শন।

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

কলা কিনলে আমি বরাবরই যমজ কলা কিনি। এই যমজ কলা নিয়ে অনেক কুসংস্কার আছে। মেয়েদের নাকি এই কলা খেতে নেই। খেলে নাকি যমজ সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এই যমজ কলার চাহিদা বাজারে কম। যমজ কলা হলে দোকানী একটা কলার দামই নেয়। কখনো কখনো আরো কম দাম নেয়। ফলে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায়। যমজ কেন হয়। এই প্রশ্ন আমার অনেক দিনের। বিষয়টি মনের মধ্যে বেশ ঘুরপাক খায়। পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। প্রাণী জগতের বহু যমজও দেখেছি। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ছবিও তুলেছি। কোথাও কোথাও খেয়েছি'।

আমার ক্লাসমেট ছিল গৌর ও নিতাই। তারা ছিল যমজ ভাই। তাদের মধ্যে ভীষণ মিল ও ভালোবাসা ছিল। একজন ছিল ইন্ট্রোভার্ট অপরজন এক্সট্রোভার্ট। একজন শ্যামলা অন্যজন গৌরবর্ণ। আমার এক বন্ধুর দুই মেয়ে, তারা দুজনেই ডাক্তার হয়েছে। দুঃখের বিষয় হল তারা এক কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি। তখন থেকেই তাদের ছাড়াছাড়ি। আমাদের পাড়ায় যমজ বোন গঙ্গা ও যমুনা। তারা নার্সিং ট্রেনিং একই সাথে নিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাদের পোস্টিংও একই জায়গায় করে দিয়েছিল। তাদের এত মিল ও ভালবাসা ছিল যে, একজন অপরজনকে ছেড়ে থাকতে পারত না। তারা দুজনে একটি ছেলেকে বিয়ে করলেই ভালো হতো। কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্ঠুর একজনের বিয়ে হয়ে গেল। অন্যজন কেমন যেন হয়ে গেল। পরে তারও বিয়ে হয়েছিল।

আমার শিক্ষক এবং অঙ্কের এক প্রবাদপ্রতীম শিক্ষক ছিলেন জমজ ভাইয়ের একজন। অন্য ভাই শহরের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। দুজনেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্লাসে একজন ফার্স্ট হলে অন্য জন সেকেন্ড। পরের বছর আবার উল্টে যেত। প্রতিক্ষেত্রেই দেখেছি, এদের ছোটবেলায় একজনের সর্দি হলে অন্যজনের হত ও জ্বর হলে দুজনেরই হতো। কেন এমন হতো? এক বন্ধু মুখে হাত দিয়ে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করতেই বন্ধু জানায় মেয়ের যমজ বাচ্চা। ওরা রাতে ভীষণ জ্বালাতন করে। মেয়েটা পেরে উঠছে না। ও কী করব বল? আজকাল চারিদিকে যমজ সন্তানের বেশ খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি যমজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে গেল।

বিশ্বসেরা যমজদের গ্রাম : কেরালার প্রত্যন্ত গ্রাম কোদি-নহি (kodinhi)। সেখানে ২০০০টি পরিবারের উপর সমীক্ষা করে ২৫০ সেট যমজ সন্তান পাওয়া গেছে। ২০০৮ সালে ৩০০ স্বাস্থ্যকর প্রসব এবং এর মধ্যে ১৫ জোড়া যমজ ভূমিষ্ঠ হয়। বিগত পাঁচ বছরে ৬০ জোড়া যমজ এই গ্রামে জন্মায়। প্রতিবছরই সংখ্যাটা এই গ্রামে বাড়ছে। স্থানীয় একজন ডাক্তার, নাম ডা.কিষাণ শ্রীবিষ্ণু বিষয়টিকে উৎসাহ নিয়েই স্টাডি করেছেন। ডাক্তার কিষাণ বলেন, ২৫০ জোড়া রেজিস্টার যমজ হলেও বাস্তবে তা অনেক বেশি। ব্রাজিলের নাজি অ্যান জেলাকে টুইন টাউন হিসেবে অভিহিত করা হয়। ডা: কিষাণের কথা হল, কোদি-নহি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় চারিদিক জুড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০ টি যমজ শিশু পাওয়া যায়। দশ বছরে এই গ্রামে যমজ সন্তান দ্বিগুণ হয়েছে। এই গ্রামে মাত্র তিন পুরুষ ধরে যমজ সন্তান জন্মাচ্ছে। ডাক্তার কৃষানের ধারনা, গ্রামের মানুষের খাদ্য এবং পানীয়ই এর কারণ। এই গ্রামের পরিবেশে এমন কিছু দূষণ উপাদান আছে, যা জেনেটিক্যাল পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তারই ফল যমজ সন্তান। তবে আনন্দের সংবাদ হল, এই জেনেটিক্যাল পরিবর্তনের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নেই। এখানে সব যমজই স্বাস্থ্যবান হিসাবে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কোন রকম বিকৃত একজনও এই গ্রামে জন্মায়নি। সারা পৃথিবীতে যমজের সংখ্যা ১০০০ জনের মধ্যে একজন। কিন্তু কোদি-নহি গ্রামের এই সংখ্যা এক হাজার জনে ৪৫ জন। এটাই হল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

আলাদা যমজদের নিয়ে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু সমস্যা হয় যারা জোড়া যমজ বা সায়ামিজ টুইন, তাদের নিয়ে। তখন প্রশ্ন জাগে, একজন এরকম ভাবলে অন্য জনের চিন্ত ভাবনায় তার কী প্রভাব পড়ে। প্রশ্ন এখানেই।

যমজ সন্তানের পরিসংখ্যান : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানব যমজ জন্মহার ১৯৮০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৭৬% বেড়েছে। প্রতি এক হাজার জন্মে ৯.৪ থেকে ১৬.৭ যমজ সেট। বিশ্বে ইয়োরুবার জনগনের যমজ হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মের জন্য ৪৫ থেকে ৫০ যমজ সেট, মধ্য আফ্রিকার প্রতি এক হাজারটি জন্মে ১৮ থেকে ৩০টি যমজ (৯০-১০০ যমজ)। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল) এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে কম হার পাওয়া যায়। প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মের মাত্র ছয় থেকে নয় যমজ সেট পাওয়া যায়, প্রতি ১০০০ জন্মে মাত্র ৬ থেকে ৯ যমজ সেট রয়েছে।

চলবে...

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

নকসার সংস্কৃতি কেন্দ্রে নাট্যনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ জুলাই নাটকের শহর গোবরডাঙার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নক্সা পরিচালিত গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রে মঞ্চস্থ হয় দেশের রাজধানী দিল্লীর বাঙালী সমাজের অন্যতম নাট্যদল যাপন চিত্র প্রযোজিত মহামায়া। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প অবলম্বনে সুহান বসুর নাটক মহামায়া সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সুহান বাবুর নির্দেশনায় নাটকটিতে ঊনবিংশ শতাব্দী সমাজের জাত পাত ব্রাহ্মণ্যবাদ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে নাটকটিতে হিন্দু ধর্মের অন্যতম কুপ্রথা সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার বিষয়টি হল ভর্তি দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়কে নাড়া দেয়। এছাড়া মঞ্চে নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ের পাশাপাশি পেছনে পর্দায় আকর্ষনীয় দৃশ্যায়ন ও কাহিনীর দৃশ্যপট সমবেত দর্শকগণ মন্ত্র মুগ্ধের মতো লক্ষ্য করেন। পর্দায় সতীদাহের দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। নাটকটির মুখ্য চরিত্রে শেষাদ্রি মিত্র (রাজীব), মহামায়া চরিত্রে অনিন্দিতা শেঠ মোড়ল, রানা লাহিড়ি এবং ইংরেজি সাহেব এর ভূমিকায় প্রিয়দর্শী ব্যানার্জীর অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যান্য চরিত্রগুলি ও চরিত্রানুযায়ি অভিনয় করেছে। সবকিছু মিলিয়ে গোবরডাঙা নকসা আমন্ত্রিত প্রবাসী বাঙালীগণ পরিবেশিত দিল্লীর 'যাপন চিত্র' প্রযোজিত নাটক 'মহামায়' আপামর দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। নাটক শেষে নক্সার কর্নধার আশিস দাস আমন্ত্রিত নাট্য দলের নাট্যকার পরিচালক সহ সকল কুশীলবগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এদিন আমন্ত্রিত দলের নাটক মহামায়া মঞ্চস্থ হবার পর নকসা প্রয়োজিত মঞ্চ সফল নাটক 'হুলো' পরিবেশিত হয়। এদিনের নাট্যনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকগণ দুটি নাটকই বেশ উপভোগ করেন।

আকাঙ্খার দুই দিনের নাট্যকর্মশালা ইছাপুর স্কুলে

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার নবীন নাট্যদল আকাঙ্খার আয়োজনে দুই দিনের এক নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটার ইছাপুর হাই স্কুলে। গত ৫-৬ জুলাই অনুষ্ঠিত বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের অন্যতম কর্নধার ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দীপাঙ্ক দেবনাথ ও সুজয় পাল। বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেনির ২৮ জন পড়ুয়া আয়োজিত কর্মশালায় অংশ গ্রহন করে। কর্মশালায় মূলতঃ শারীরিক ব্যায়াম, অভিনয় ও বাচিক শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মনসংযোগ বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। পরিচালক দীপঙ্ক দেবনাথ জানান, প্রশিক্ষনার্থী পড়ুয়াগণের নাটক নিয়ে আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের আন্তরিকতা সহযোগিতায় আমরা অভিভূত।

বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি প্রেমী প্রধান শিক্ষক অশোক পাল জানান, অসুস্থ্য সমাজকে সুস্থ্য এবং কর্ণময় করে তুলতে থিয়েটারের চর্চা অত্যন্ত জরুরি, শিক্ষার্থীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ে পুনরায় নাট্যকর্মশালার আয়োজন করবেন বলে প্রধান শিক্ষক শ্রীপাল আরোও জানান। থিয়েটারের সাথে যুক্ত সকলেই শিক্ষকদের মতো সমাজগড়ার কারিগর বলে অশোক বাবু মন্তব্য করেন। কর্মশালার শেষে শংসা পত্র হাতে পেয়ে অতিশয় খুশি সকল প্রশিক্ষনার্থী ছাত্রীগণ।

নহাটা প্রাথমিকের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিদ্যালয় অঙ্গন সহ পার্শ্ববর্তী এলেকার পরিবেশ স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে এক মহতী উদ্যোগ গ্রহন করেছিল বনগাঁর গোপালনগর থানার নহাটা এফ.পি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগন। গত ১৬ জুলাই পরিবেশ সচেতনতার উপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিদ্যালয় সহ এলেকার সামাজিক ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত জানান, বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলার লক্ষে তাঁদের এই উদ্যোগ। পড়ুয়াদেরকে শুধু বৃক্ষ রোপন নয়, বৃক্ষচারাগুলোকে যত্ন সহকারে পরিচর্যা করে বড় করে তোলারও আহ্বান জানানো হয়। পরিবেশ সচেতনতা মুলক প্রদর্শনী ছাড়াও পড়ুয়াগণ পরিবেশিত শিক্ষামূলক নাটিকা প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিভাবে সুস্থ রাখা যায়, সে সব বিষয়ের উপর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বনগাঁর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও জেলা বনদফতরের সহায়তায় বিদ্যালয়ের চার শতাধিক ছাত্র- ছাত্রীর হাতে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফুলের গাছ এবং সেই সঙ্গে শাল-সেগুন সহ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় চৌবেড়িয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সৌমেন সুতার। বিশিষ্ট সমাজসেবি অনিল রায় প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক শ্রী সেনগুপ্ত আরোও জানান, বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়ুয়াদের পঠন-পাঠন সহ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরোও সমৃদ্ধ করে তুলতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের তালা ভাঙার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি ঠাকুরের তালা বন্ধ ঘরের তালা ভাঙার অভিযোগ উঠল।

শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। এদিন বাগদার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর তার মা মমতা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে যান। বীণাপাণি দেবীর ঘরে ঢুকে মূর্তিতে প্রণাম করেন মধুপর্ণা। মমতা ঠাকুর বলেন, 'আমাদের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশ আছে। মতুয়া ভক্তরা এই ঘরের তালা ভেঙেছে ।

দু'তিন দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে সময় লাগবে। তারপর থেকে আমরা ওই ঘরে থাকবো। প্রসঙ্গত মতুয়া মহাধর্ম মেলা চলাকালীন বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের তালা ভেঙে দখল নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শান্ত নু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। তারপর থেকেই ওই ঘর তালা বন্ধ অবস্থায় ছিল। মমতা ঠাকুরের দাবি, তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালত তাদের তালা ভেঙে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, যে বা যারা তালা ভেঙেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘরটি আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কে কি আদালতের রায় পেয়েছে সেটা সময় আসলে জানা যাবে।

চমক মধুপর্ণার, মতুয়া ভোট তৃণমূলের দিকে

প্রথম পাতার পর

মধুপূর্ণা মতুয়া ঠাকুর বাড়ির মেয়ে। তাকে প্রার্থী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন। ঠাকুর বাড়ির সদস্যদের প্রতি মতুয়াদের আলাদা আবেগ কাজ করে, তার ফল মধুপর্ণা এবার ভোটে জয় পেয়েছেন। একথা স্বীকারও করছেন মমতা ঠাকুর। তার কথায়, হরি চাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের বংশধরের প্রতি মতুয়াদের একটা দায়বদ্ধতা তো কাজ করেই। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, মতুয়ারা বুঝেছেন, নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপি ভাওতা দিয়েছে। সে কারণেই এবার বাগদার মতুয়ারা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

এবারের ভোটে জেতাকে পাখির চোখ করেছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রচার পর্বে একাধিক নেতা মন্ত্রী সাংসদ বাগদায় এসে পড়ে ছিলেন। ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক মন্ত্রী, সুজিত বসু, রথীন ঘোষ, জেলা সভাপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ একাধিক নেতারা কার্যত বাগদার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। গোষ্ঠী কোন্দল মেটাতে তারা পদক্ষেপ করেন। এর প্রভাবও পড়ে ভোটের ফলাফলে।

বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস বলেন, তৃণমূল অবাধে ছাপ্পা দিয়েছে। সে কারণেই আমাদের পরাজয় হয়েছে। যদিও বিজেপির লোকজন মনে করছেন, বহিরাগত প্রার্থী দেওয়ায় বিজেপি কর্মীরা হতাশ ছিলেন। সে কারণেই তারা দলকে জেতাতে উদ্যোগী হননি। এমনকি বিক্ষুব্ধ কর্মীরা সত্যজিৎ মজুমদার নামে এক শিক্ষককে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এবারও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে বামেদের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী গৌর বিশ্বাসকে। প্রচারে ঝড় তুললেও ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটে নি। তিনি পেয়েছেন প্রায় ৮ হাজার ভোট। সিপিএম নেতা সত্যসেবি কর বলেন, লোকসভার ভোটের তুলনায় এবার আমাদের ফল ভালো হয়েছে।

এদিন ভোটের ফল ঘোষণার পর তৃণমূল কর্মীরা আবেগ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। আবির খেলায় মেতে ওঠেন। ডিজে বাজিয়ে চলে নাচ। মতুয়া ভক্তরা ডংকা কাশি নিশান নিয়ে আনন্দে শামিল হন। মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তৃণমূলের পতাকা নিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য মিছিল বার হয়। বিকেল পর্যন্ত চলে আনন্দ উৎসব।

বাগদা উপনির্বাচনের ভোটে এদিন মোট ১৩ রাউন্ড গণনা হয়। গণনা শেষে দেখা যায়, মধুপর্নার প্রাপ্ত ভোট ১০৭৭০৬ এবং বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসের প্রাপ্ত ভোট ৭৪২৫১। অর্থাৎ তৃণমূলের মিলেছে প্রায় ৫৫ শতাংশ ভোট। বিজেপির মিলেছ প্রায় ৩৭ শতাংশ ভোট এবং বামেদের ঝুলিতে গেছে প্রায় ৫ শতাংশ ভোট।

এদিন সকাল থেকে প্রতিটি রাউন্ড গণনা শেষে মধুপর্ণা বিজেপি প্রার্থী থেকে এগিয়েছিলেন। জয়ী হয়ে তিনি ভোট কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বলেন, আমি বাগদাতেই থাকবো। বাগদার এলাকায় ঘুরে ঘুরে রাস্তাঘাট অনেক সমস্যা চোখে পড়েছে। সেগুলি সমাধান করাই আমার প্রথম কাজ।

আদালত চত্বরে জন্মদিন পালন শিশুর

প্রথমপাতার পর...

বাবার আবেদনে সাড়া দিয়ে কোর্ট চত্বরেই জন্মদিন পালনের অনুমতি দেন।

বাবা শম্ভুনাথ বলেন, কোন বাবা কী চায় সন্তানের জন্মদিন আদালতে পালন করতে! কিন্তু সাত মাস মেয়ের সঙ্গে দেখা নেই। স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য কলহের মামলা চলছে। তাই আদালতের নির্দেশে আজকে মেয়ের জন্মদিন পালন করলাম।

মা শিপ্রা পাল বিশ্বাস বলেন, ওর বাবার ইচ্ছা হয়েছে, মেয়েরও ইচ্ছায় বাবার সঙ্গে দেখা। আদালতের নির্দেশ পেয়ে তাই মেয়েকে নিয়ে আদালতে এসেছি।

এদিন আদালত চত্বরে আইনজীবীদের চেম্বার সেজে ওঠে বেলুন দিয়ে। জন্মদিন শেষে বাবার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে ফের মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যায় ছোট্ট সুনয়না।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

চাঁদপাড়া ষ্টেশনে চলছে অমৃত ভারত প্রকল্পে ভাঙাগড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদারের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় গত বছরের আগষ্টে রেল দফ্তর দেশের

স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদপাড়া ষ্টেশনকে অমৃত ভারত ষ্টেশনের মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করে। ঘোষণার তিন মাসের মধ্যেই ষ্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাট ফর্মের সংস্কার এবং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে টানা যাত্রীশেড নির্মানের কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি ১নং প্ল্যাটফর্মের শতাব্দী প্রাচীন চুন সুরকি দ্বারা নির্মিত ঘরগুলি ভাঙার কাজও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই টিকিট কাউন্টার অন্যত্র সরিয়ে পুরানো টিকিট ঘরের সামনের শেডটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

তবে কাজ শুরু হলেও তা চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। দুই ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে টাইলস্ ও পাথর বসিয়ে সংস্কারের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। প্ল্যাটফর্মের ফুট ওভার ব্রিজটির সম্প্রসারণ এর কাজ এখনও শুরুই হয়নি। তিন নম্বর লাইনে প্রায়ই মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ফলে যাত্রী সাধারনকে আপট্রেন থেকে নেমে তিন নম্বর লাইন পার হয়ে অটো, টোটো, ভ্যান-রিক্সা স্ট্যান্ডে আসতে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বাধ্য হয়ে মাল ট্রেনের নীচ দিয়ে আসতে মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হতে হয়।

যাত্রীদের এছাড়া দু'নম্বর রেলগেট পার হয়ে শালবাগান এর ভেতর দিয়ে টিকিট কাউন্টারের দিকে আসার এবং ২ নং রেলগেট থেকে দক্ষিনে ১ নম্বর রেলগেট বা ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি অভিমুখে আসবার রেল রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত বেহাল হয়ে পড়েছে। তাই যাত্রী সাধারন সহ এলেকাবাসীর দাবি, ফুট ওভার ব্রিজ সম্প্রসারন সহ ষ্টেশনের দু'পাশের রেল সড়ক দুটির অবিলম্বে সংস্কার সাধন করা হোক।

এলেকার মানুষজনকে নিদারুন কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। কারন সামনেই বর্ষাকাল। রাস্তা আরও বেহাল হয়ে পড়বে। মানুষজন রাস্তা ছেড়ে রেল লাইনের উপর দিয়ে যাতায়াতে বাধ্য হবেন।

ষ্টেশনের দোকানিরা উচ্ছেদ নয়, পুণর্বাসন বা ক্ষতিপূরনের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আগ্নেয় অস্ত্র হাতে যুবকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায়, বহিষ্কৃত এক পুলিশ আধিকারিক

প্রতিনিধি ঃ বাগদা উপনির্বাচনের পর এক যুবকের আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেওয়া ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘটনার বিভাগীয় তদন্তে নেমে পুলিশ এক পুলিশ অফিসারকে বহিষ্কার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক ভোটের দিন পুলিশের গাড়ি চালিয়েছিল এবং ওই অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছবি তুলেছিল। বিভাগীয় তদন্ত করে ওই অফিসারকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, বাগদার মালিপোতায় ওই যুবক তৃণমূলের হয়ে সন্ত্রাস করেছিল। বৃহস্পতিবার ওই ছবি দেখিয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল দাবি করেছিলেন এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই যুবক বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে উপ নির্বাচনে অবাধ সন্ত্রাস ও ছাপ্পা চালিয়েছে। তারপরেও সে এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়া, পোস্ট করেছে। এর থেকে বোঝা যায় তৃণমূল কর্মীরা বাগদায় কিভাবে ভোট করেছে। এ বিষয়ে বনগাঁ তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ওই যুবকের সঙ্গে দলের কোন সম্পর্ক নেই। বনগাঁয় বিজেপি দলটা চালাচ্ছে সমাজ বিরোধীরা। ফলে সমাজবিরোধীদের ওরা খুব ভালো চিনতে পারে। উপনির্বাচনে ভরাডুবি হবে বুঝতে পেরে এখন থেকে মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে। জনগণই এর জবাব দেবে। বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। যুবক সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর রেবিস নিয়ন্ত্রনে প্রচারাভিযান দক্ষিন ২৪ পরগণা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দক্ষিন ২৪ পরগণা ডেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফ্তর থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের আমন্ত্রন পেয়েছে ঠাকুরনগরের মাইম একাডেমী অফ কালচার এর সদস্যগণ। কুকুর, বিড়াল, বানর বা হনুমান ইত্যাদি জন্তুর কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য করনীয় কর্তব্য সম্পর্কে মাইম একাডেমীর শিল্পীরা মূকাভিনয় এর মাধ্যমে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার এর পরিচালক বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার ডেপুটি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের আহ্বানে ১৫ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই অবধি জেলার বজবজ পূজালী, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বারুইপুর, জয়নগর, কুলতলি, মজিলপুর, বাসন্তী, ক্যানিং গোসাবা ও ভাঙড় ব্লকের হাট বাজার বাস স্ট্যান্ড, রেল ষ্টেশন, হাসপাতাল, থানা, স্কুল ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভা এলেকায় তাঁরা প্রচারভিযান করে চলেছেন। জাতীয় রেবিস নিয়ন্ত্রন প্রকল্পে জেলা জুড়ে এই কর্মসূচী চলবে আগমী ২৫ জুলাই অবধি। মাইম একাডেমীর পরিচালক চন্দ্রকান্ত বাবু জানান, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

সুটিয়া অগ্রগামী ক্লাবের রথযাত্রায় নানা অনুষ্ঠান ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের পূর্ব সুটিয়া অগ্রগামী ক্লাব পরিচালিত ৫০তম বর্ষের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ক্লাব সংলগ্ন হাই স্কুল প্রাঙ্গনে ১২ দিন ব্যাপি মিলন মেলা ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন

করা হয়, ছিল নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও। উৎসবের শেষ দিনে ছিল গুনীজন সম্মাননা ও শিক্ষক সংবর্ধনা। এলেকার বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী মানুষজন আয়োজিত 'বেসরকারি শিক্ষার তুলনায় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কারণ বিষয়ক উৎসাহ মূলক' আলোচনা সভায় অংশ নেন। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষার উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি সরকারি স্কুলে প্রয়োগ, ন্যূনতম পরিকাঠামো গঠনের উপায়, পাঠ্যবিষয় উপস্থাপন পদ্ধতি, পড়ুয়াদের পাঠমুখী করার উপায় এবং পঠন সম্পর্কে অভিভাবকগনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোচনায় অংশ নেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। স্কুলে গুনীজনদের স্বাগত জানান উৎসব কমিটির সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রমেশ দাস। সংগঠনের সম্পাদক দিলীপ কুমার বৈরাগী জানান, ক্লাব আয়োজিত রথযাত্রা উৎসবের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা ছাড়াও, আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কৃতি ও গুনী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্মাননা-শ্রাদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হয়। সভাপতি রমেশবাবু জানান, সুটিয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রামনগর, ঝাউডাঙা ও শিমূলপুর অঞ্চলের ১টি করে মোট ৪টি সেরা স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মানপত্র ও স্মারক উপহারে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয় ক্লাবের মহিলা শক্তি মাতঙ্গিনী বাহিনীকে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**